গত ১২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আগে হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের কিছু ছবি গণমাধ্যমকর্মীদের হাতে এলে তাৎক্ষণিক গণমাধ্যমকর্মীরা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে অবহিত করেন এবং পরীক্ষা শেষে দেখা যায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রায় ৭০ ভাগ মিল রয়েছে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের। একই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে গত বছরও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, গত বছরও গণমাধ্যমকর্মীরা এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ছবি পরীক্ষা শুরুর আগেই পেয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর গণমাধ্যমকর্মীরা অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেন এবং মিল পাওয়ায় তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবহিত করেন। যেহেতু বিষয়টি পরীক্ষা শুরুর আগেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবহিত করা হয়নি, তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ২০১৭ সালের পরীক্ষার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

এ বছর পরীক্ষা শুরুর আগেই গণমাধ্যমকর্মীরা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবহিত করেন এবং 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিলের দাবি ওঠে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। দেশব্যাপী জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে। কিন্তু 'ঘ' ইউনিটের ফল প্রকাশ পেলে দেখা যায়, যারা এই ইউনিটে প্রথম ১০০

জনের মধ্যে রয়েছে, তাদের প্রায় ৭০ জনই বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ডেইলি স্টারের একটি রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য বলেছেন, 'পরীক্ষা শুরুর আগেই আমাদের হাতে কিছু উত্তর চলে এসেছে। সত্য প্রকাশ হবেই। ধামাচাপা দিয়ে কোনো লাভ হবে না।' সর্বশেষ, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ অক্টোবর ডিনস কমিটির সভায় উত্তীর্ণ ১৮ হাজার ৪৬৪ জন শিক্ষার্থীর পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেহেতু পরীক্ষা শুরুর আগেই কিছু উত্তর প্রকাশ হয়েছিল। তাই কিছু শিক্ষার্থীও সেগুলো হাতে পেয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। কেননা তারা প্রশ্নটি পাওয়ার জন্যই তো এত কিছু করেছে। আর যদি সেটা না হয় তাহলে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর বাংলা অংশে ৩০ নম্বরের মধ্যে ৩০ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে যদি শুধু উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেটা হবে মন্দের ভালো। তাতে বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। কেননা, কতজন প্রশ্ন পেয়েছিল সেটা আমরা কেউ জানি না। এ সংখ্যা একও হতে পারে, এক হাজারও হতে পারে কিংবা তার বেশিও হতে পারে। তাই যারা প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা বাড়তি সুযোগ পাবে আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা বঞ্চিত হবে। কেননা, যে কয়জনই প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা প্রশ্ন না পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নাও হতে পারত এবং প্রথম ১০০ জনের প্রায় ৭০ জনই অন্য ইউনিটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই কোনোভাবেই একজন শিক্ষার্থীকেও বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এখানে কোনো ধরনের অন্যায়-অনিয়ম হয় না এবং কেউই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় না বলেই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রভাবশালী শিক্ষকের সন্তানই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেনি। কারণ তারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেও শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়, লেখাপড়া করে। এই স্বচ্ছতাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন। ২০১০ সালের 'গ' ইউনিটের প্রশ্ন ও উত্তরপত্রে ত্রুটি থাকায় দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীকে কখনও বঞ্চিত করা হয়নি, এবার হবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি এবং আবেদনকারী সব শিক্ষার্থীকে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে সেটাই হবে সব থেকে ভালো সমাধান।

গত কয়েক বছর ধরেই শুধু এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠছে। যেখানে অন্য তিনটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কোনো কথাই হয় না, সেখানে বারবার কেন 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ ওঠে? বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্ত কমিটিও গঠন করে। কিন্তু তাদের রিপোর্ট কেন আলোর মুখ দেখে না? আমরা যারা এই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, তাদের জন্য বিষয়টি আরও বেশি বিব্রতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা, ডিন নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করার পর সেগুলোর মডারেশনের মাধ্যমে ফাইনাল প্রশ্ন প্রস্তুত করেন এবং মডারেশন বোর্ডের নির্দিষ্ট কিছু সদস্যবিহীন অন্যদের জানারও সুযোগ নেই প্রশ্নপত্রে কী আছে বা নেই। এরপর ফাইনাল প্রশ্নপত্র ডিনের নেতৃত্বে যায় প্রেসে। সুতরাং যারা প্রশ্ন, মডারেশন ও প্রেসের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা ব্যতীত প্রশ্নের বিষয়ে অন্যদের জানার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা আলোচনায় প্রশ্ন ফাঁসের তীর ছোড়া হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। কেউ বলছে, কোনো কোনো বিভাগ দায়ী; কেউ বলছে, কোনো কোনো শিক্ষক দায়ী আবার কেউ কেউ বিভিন্ন সংগঠনকেও দায়ী করছে। এটা বলা যেতে পারে, অন্তত এবারের প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে কোনো কেন্দ্র বা শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা নেই। কেননা, ডিনের বিশ্বস্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশ্ন পৌঁছায় কেন্দ্রে এবং তারা সার্বক্ষণিক প্রশ্নের ওপর নজরদারি করেন। এসব শিক্ষকের উপস্থিতিতে কেন্দ্রপ্রধান সিলগালা করা প্রশ্নের প্যাকেট শিক্ষকদের মাঝে বণ্টন করেন এবং শিক্ষকরা সেখান থেকে ৯.৫০ মিনিটে পরীক্ষাকক্ষে যাত্রা শুরু করে ৯.৫৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্নপত্র বণ্টন করেন। সুতরাং এই ৫ মিনিটে এতগুলো প্রশ্ন হাতে লেখা অসম্ভব এবং এবারের হাতে লেখা প্রশ্নের ছবি ৯.৫০ মিনিটের আগেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হাতে এসে পৌঁছায়। তাই প্রমাণ ছাড়া কোনো কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত, এমন দাবি করা মোটেই সমীচীন নয়। যারা বিভিন্ন দিকে তীর ছুড়ছেন, তারা একটু নিশ্চিত হয়ে দায়িত্বশীল কথা বলবেন বলেই বিশ্বাস করি। একই সঙ্গে যাদের দিকে তীর ছুড়ছেন, তারা পরীক্ষার কাজের সঙ্গে কতটুকু সংশ্লিষ্ট, সেটাও যাচাই করে দেখা উচিত। যারা প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে নানা পক্ষকে দায়ী করছেন, তাদের বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর জন্য দয়া করে বিভিন্ন দিকে তীর না ছুড়ে আসলেই কারা জড়িত, তাদের মুখোশ উন্মোচন করুন। দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, তারাও জানতে চাই- আসলেই কারা এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেন বারবার এই ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে? আর কেনই-বা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখে না? কারা এত বড় ক্ষমতাশালী, যাদের কোনোভাবেই আয়ত্তে আনা সম্ভব হচ্ছে না? যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এগুলো বের না করতে পারে, তবে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরাসরি দায়িত্ব দেওয়া হোক। আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথেষ্ট দক্ষ এবং তারা তাদের দক্ষতার প্রমাণ প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে ইতিমধ্যে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এটি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাহলে মূল হোতাদের খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ হবে না। পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ যতটা জরুরি তার থেকে বেশি জরুরি এই জালিয়াতি স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য কাজ করা। কেননা সেটা না হলে আগামীতেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যারা এই ন্যক্কারজনক কাজের সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করা এবং কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হোক।